কারাবন্দী হাসিনা, কিছু প্রশ্ন...

নন্দিনী হোসেন

শেখ হাসিনা এখন সাবজেলে বন্দী। কিছু দিন ধরেই নানা ভাবে শুনা যাচ্ছিল যে কোন সময় গ্রেফতার হতে পারেন তিনি। কিন্তু এ ধরনের গুজব তো থেকে থেকেই শুনা যায়- তাই হয়ত সব সময়ই মনে একটা বিশ্বাস ছিল আর যাই হোক, হাসিনাকে গ্রেফতার করার মত কোন কাজ এই সরকার করবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ দেশের জনগণকে প্রত্যাশার উত্তুঙ্গে তুলে - ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই ! এমন আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত এই সরকার কেন নিচ্ছে সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এতে যে হীতে বিপরীত হবে, তা সাধারণ মানুষ বুঝলেও, সরকারের জ্ঞানি গুণি চালকেরা বুঝছেন না - এটাই বা কেমন ? আমরা সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম, এবার আর আমাদের ঠেকায় কে ! আমরা বোধহয় সবই পেয়ে যাচ্ছি ! আমরা আনন্দে, বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম, এদেশের মানুষ স্বপ্নেও যা ভাবেনি হওয়া সম্ভব হবে কখনও, তাই একের পর এক করে চলেছে এ সরকার। কে কবে ভেবেছিল, তারেক রহমান সাধারণ কয়েদিদের মত জেলের ভাত খাবেন !দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কারী এই সরকারকে মানুষ সমর্থন দিয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের চাপে নাভিঃশ্বাস উঠা সাধারন মানুষ আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে চেয়েছে। আমরা যারা প্রবাসে থাকি,তারাও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। কিন্তু আজ ছয়মাস পর এসে এই একই কথা কি আমরা বলতে পারি? হাসিনাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরা নিশ্চয় জনসাধারণের চাহিদার তালিকায় প্রায়োরিটির ভিতর ছিল না ! যার জন্য নানা যৌক্তিক প্রশ্ন অবশ্যই আসবে এবং আসছেও। হাসিনাকে গ্রেফতার করতে এত সাজ সাজ যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়ারই বা কি ছিল ? তিনি কি পালিয়ে যেতেন ? পুরুষ পুলিশরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে কোর্ট থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য তো রীতিমত ডিসগাষ্টিং ! বিলেতে বসবাসকারী এ দেশে জন্ম নেওয়া ক'জন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এসব ছবি এবং বাংলা চ্যানেল গুলোর খবর দেখে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছে, সবকিছুতেই কেন বাংগালীদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ? কোথায় গিয়ে সীমা টানতে হয় এই ব্যাপারগুলো কেন এরা ঠিক করতে পারেনা ? আমরা যে জাতি হিসেবে এখন ও সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়ে আছি, এসব বাড়াবাড়িতে এটাই বর্হিবিশ্বে প্রমানিত হয় বারবার !আরেকটা প্রশ্ন এই সরকারকে না করলেই নয়, জামায়াতের বিচার কি আদৌ হবে এই দেশের মাটিতে? সেনা প্রধান তাঁর ৭ দফা প্রস্তাবে গণতন্ত্র নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন, এর আগেও তিনি এবং এই সরকারের উপদেষ্টারা ছত্রিশ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কারের কথা বলেছেন। আমাদের সুশীল সমাজের অনেকেও এই কথাটি বলেন, কিন্তু কেউই যে কথাটি বলেন না, তাহলো, এই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হলে প্রথমেই জামায়াত সহ সব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য্য দিয়ে শুরু করতে হবে। যাত্রার শুরুতেই সেই জঞ্জাল পরিস্কার না করায়, আজ আমরা জঞ্জালের স্তুপের ভিতর থেকে বের হতে পারছি না। এখন সময় এসেছে জঞ্জালের উৎসমুখ থেকে কাজ শুরু করা। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি হিসেবে, সব নাগরিকেরই প্রধান কর্তব্য দেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। কিন্তু জামায়াতিরা দেশের সংবিধান ই মানে না। তাদের স্বপ্ন আল্লার আইন কায়ম করা ! ইসলামী শাসনতন্ত্র দ্বারা দেশ চালানো। এসবই বাংলাদেশে গন্তনন্ত্র প্রতিষ্টার পরিপন্থি। এদের হাত কাটা রগ কাটা রাজনীতির কথা না হয় বাদই দিলাম। চার দলীয় জোট সরকারে থেকে সব কুকর্মের সহযোগী হয়ে, দেশটাকে জঙ্গিদের অভয়ারন্য বানিয়ে, এখন তারাই সবচেয়ে নিরাপদে, নিরুদ্বিগ্নে কাল কাটাচ্ছে ! এইসব প্রশ্নের জবাব সরকারের কাছে চাওয়া নিশ্চয় অন্যায় হবে না !

....

nondinihussain@gmail.com
www.satrong.org